এস. সি. প্রোডাক্সন্স-এর

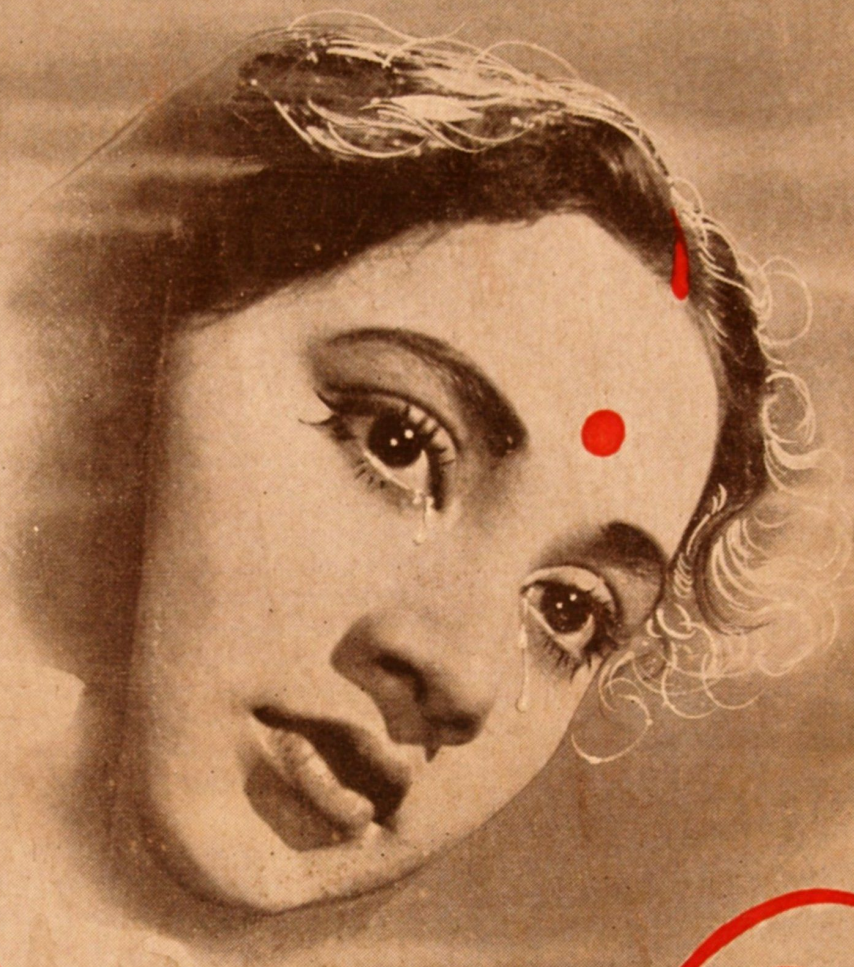

শুভদৃষ্টি

জনতা পরিবেশিত

এস, সি, প্রোডাকসন্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন

শুভদৃষ্টি

॥ ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় রচিত..... 'কাঁটা ও কেয়া' অবলম্বনে ॥

প্রযোজনা :	পরিচালনা :	চিত্রনাট্য :	সঙ্গীত :
সুকুমার কুমার	চিত্ত বসু	মণি বর্মা	মানবেন্দ্র মুখার্জী

গীত রচনা : শ্যামল গুপ্ত
আলোক-চিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত
চিত্র-শিল্পী : জ্যোতি লাহা
শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত
শিল্প-নির্দ্দেশনা : সুধীর খান ॥ বিজয় বসু
সম্পাদনা : রমেশ যোশী
কর্মসচিব : মহাদেব সেন ॥ ধ্রুব পাল

রূপসজ্জা : ৺গোষ্ঠ দাস ॥ নৃপেন চট্টো:
পটশিল্প : রামচন্দ্র সিন্ধে
মডেল : গণেশ নায়ক (এ্যা:)
আলোক-সম্পাতে : হরেণ গাঙ্গুলী
যন্ত্র-সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা
প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
স্থির-চিত্র : হেমেন মিত্র
পরিচয় লিখন : নির্মল রায়

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীত : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জে. সুর এণ্ড কোং প্রা: লিঃ, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, সামন্ত এণ্ড কোং ন্যাশনাল হোমিও ল্যাবরেটরী, সমীর সরকার

আবহ-সংগীত ও শব্দপুণর্যোজনা সত্যেন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আর, সি, এ ডিলুক্স'ষ্টিরিও-ফোনিক সাউণ্ড সিষ্টেমে গৃহীত।

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনায় : প্রধান সহকারী বিমল শী
অসীম রায়চৌধুরী
সঙ্গীত পরিচালনা : শৈলেশ রায়
চিত্রশিল্পী : কেষ্ট মণ্ডল
শব্দযন্ত্রী : হৃষিকেশ বন্দোপাধ্যায়
পাঁচু মণ্ডল
বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ : জয় মিত্র
সম্পাদনায় : প্রতাপ ঘোষ ॥
কালীপ্রসাদ রায়

পটশিল্পে : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী
ব্যবস্থাপনায় : রমনী দাস ॥ মহেন্দ্র বিশ্বাস
রূপসজ্জায় : বৈজুরাম শর্ম্মা
আলোক-সম্পাতে : অভিমন্যু, সুধীর, দুঃখী, অবনী, সন্তোষ ও সুদর্শন।
দৃশ্য সজ্জায় : সতীশ, সুধীন, ননী, মাড়ু ও শান্তি।

ভূমিকায় :

সন্ধ্যা রায় ॥ অরুণা মুখার্জী ॥ সন্ধ্যারাণী ॥ কালী ব্যানার্জী
গীতা দে ॥ জহর গাঙ্গুলী ॥ অনুপকুমার ॥ দীপিকা দাস

এবং

ছবি বিশ্বাস

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড-এ আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরী তে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব পরিবেশক

জনতা পিকচার্স এণ্ড রিলিজার্স লিঃ

কাহিনী

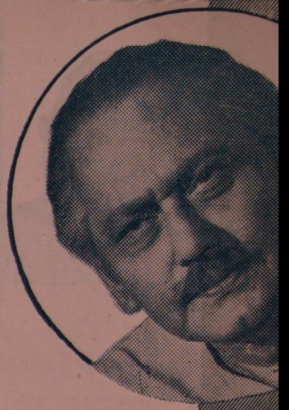

দেবগ্রাম। সর্বনাশী, রাক্ষসী ময়ূরাক্ষীর করালগ্রাসে লুপ্তপ্রায় গৌরবের সাক্ষী-দেবগ্রাম। হরিহর বাঁড়ুয্যের শৈশবের অলকাপুরী, যৌবনের নন্দন কানন আর বার্ধক্যের স্বর্গধাম। আগে প্রায়ই আসতেন—এবারে এলেন দীর্ঘ আট বছর পর।

গ্রামে ঢুকতেই তাঁর সবচেয়ে আগে মনে পড়লো ক্ষেমঙ্করী দেবীর কথাটা। মৃত বন্ধু নীলরতনের বৃদ্ধা জননী—যাঁর স্নেহ দুই বন্ধুতে আশৈশব সমান ভাগেই পেয়ে এসেছেন। সেখানেই নীলরতনের বাপ-মা মরা মেয়ে মলিনাকে দেখে হরিহর পাকা কথা দিয়ে বসলেন ক্ষেমঙ্করী দেবীকে—"আপনার যদি অমত না থাকে কাকীমা, তাহলে আমার ভাগ্নে সিতুর সঙ্গে মলি মার বিয়ে দিতে চাই।"

ক্ষেমঙ্করী নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। সিতাংশু যে বড়লোকের একমাত্র ছেলে। সে ইঞ্জিনীয়ার, সে দেখতে সুন্দর— সে..... আর ভাবতে সাহস হয় না। আনন্দে-উত্তেজনায় কেঁদে ফেললেন ক্ষেমঙ্করী।

হরিহর কোলকাতা ফেরবার পথে মনে মনে ভাবছিলেন—অমলা তাঁর নির্বাচন কোন মতেই নাকচ করবেনা। আর সিতাংশু ? সে তো মামারই ভাগ্নে। আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় মানুষ হলেও সিতাংশু অতি আধুনিকাদের সহ্য করতে পারেনা। বন্ধুরা অনুযোগ করলে বলতো—"ওঁদের হয়তো অনেক গুণই আছে কিন্তু সব চেয়ে বড় গুণ যেটা, সেই হৃদয়টারই অভাব।" ঠিক এই কারণেই বোধ করি স্বরূপা ভট্টাচার্য্যের মত উগ্র আধুনিকা তরুণী দু'বছর ধরে টোপ ফেলে রাখলেও, আজ পর্য্যন্ত সিতাংশু ঠোকরালো না।

নির্দ্দিষ্টদিনে, সন্ধ্যার একটু পরেই যখন সিতাংশু মাত্র জন কয়েক বন্ধু নিয়ে ট্রেন থেকে নামলো, দেবগ্রামের আকাশে তখন মেঘের ডম্বরুধ্বনি আর বিদ্যুতের ভ্রূকুটিতে সানাইয়ের লয় কাটে। তাড়াহুড়োর মধ্যে বরযাত্রীরা খাওয়ার পালা শেষ করে গরুর গাড়ীতে উঠতে গিয়ে কেউ মন্তব্য করে— "এ যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিয়ে!" সিতাংশু মনে মনে ভাবে— সত্যিই কি তাই ?

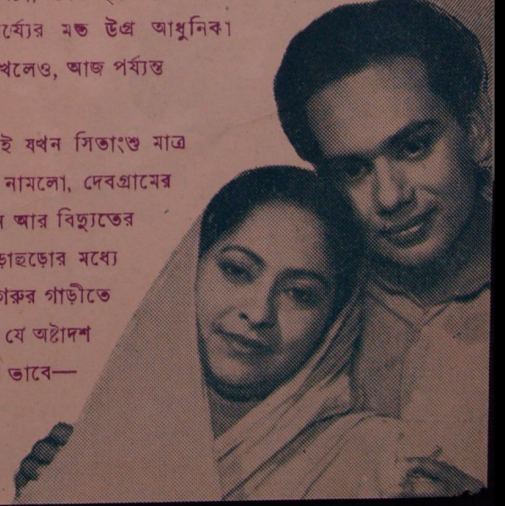

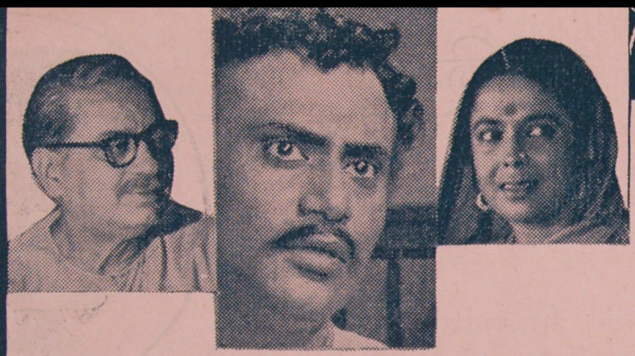

শুভদৃষ্টির সময় ভাবী পত্নীর দিকে ভাল ক'রে তাকাতেও পারলো না সিতাংশু। বাকী রইল শুধু বাসর।

সারাদিনের উপবাসে আর উত্তেজনায় বাসর ঘরে সুখনিদ্রায় অচৈতন্য মলিনা। তাই তিরস্কার করে বান্ধবী অরুণা—"ঘুমুচ্ছিস কিরে? ওঠ্-ওঠ্ এ রাত জীবনে দু'বার আসে না—"

ঘুম তার ভাঙলো গভীর রাতে ঢোলের গুরু গুরু আওয়াজটা কানে যেতেই। এ সঙ্কেত সে চেনে। ছুটে গিয়ে জানালাটা খুলে ফেলতেই দেখতে পায় ময়ূরাক্ষীর প্রলয়ঙ্করী রূপ। বাঁধ ভেঙ্গে, কূল ছাপিয়ে সে আছড়ে পড়ছে বাড়ীর দেওয়ালে। আর্তকণ্ঠে মলিনা স্বামীকে ডাকে—"ওগো ওঠো! বান এসেছে—বান। এক্ষুনি পালাতে হবে আমাদের।"

সিতাংশু ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"কিন্তু মামা?"

খোঁজ করার সময় নেই—নেই শোক করার অবকাশ। স্ত্রীর হাত ধরে সিতাংশু বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু কোথায় নিরাপদ আশ্রয়? বানের তীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল দুই অসহায় নরনারী। কিন্তু কতক্ষণই বা মৃত্যুর সঙ্গে যোঝা যায়! মলিনা ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দু'হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে সিতাংশু শুধু শুনতে পায়—"আমাকে বাঁচাও—"

ভাঙনের খরস্রোতে ভেসে গেল মলিনা। অসহায় মূক-সিতাংশু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ক্রুর নদীর দিকে, বিদ্রুপের খলখল হাসিতে সে তখন আবর্তের পর আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে।

পরদিন উদ্ধারকারীরা সিতাংশুকে গাছের ওপর থেকে যখন উদ্ধার করল—তখন বাঁচবার স্পৃহা সে হারিয়ে ফেলেছে।.....

বেঁচে অবশ্য মলিনাও ছিল। পানু জেলে আর তার ভাইপো দুলাল তাকে অচৈতন্য অবস্থায় বাড়ীতে তুলে আনলো। কিন্তু তখন আংশিক স্মৃতিভ্রংশ ঘটে গেছে তার। বিয়ের রাত.....অনেক আলো.....শাঁখ.....উলু-ধ্বনি.....তারপরই সে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর? "শুধু জল, জল আর জল। দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।" গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ষষ্ঠীচরণের নজরে পড়ে মলিনা। পানু জেলে ভাল করেই চেনে ষষ্ঠীর চরিত্র। ও হচ্ছে বাঘের নজর, ওর হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় কি? মলিনাকে যে পৌঁছে দিতেই হবে তার স্বামীর ঘরে? কিন্তু ঠিকানা?.....

ওদিকে সিতাংশুর কোলকাতার বাড়ী আলোকমালায় সাজানো হয়েছে। সানাই-এ বাজছে আনন্দ লগ্নের সুর। এমন সময় ষ্টেশন থেকে ভাইপো রথীন গাড়ী নিয়ে ফিরে এল—"বানে রেল লাইন কয়েক জায়গায় ভেঙ্গে যাওয়ায় কোন ট্রেনই আসছে না দেবগ্রামের দিক থেকে।"

এক মুহূর্তে সমস্ত বাড়ীখানা পাখীর মতই যেন ডানা গুটিয়ে নিল। থেমে গেল সানাই-এর সুর, নিভে গেল উৎসবের আলো।.....

সে আলো কি আর কোনদিন জ্বলেছিল...? ষষ্ঠীচরণের নজর থেকে কি পানু বাঁচাতে পেরেছিল মলিনাকে...?

স্মৃতিহারা মলিনা
কি ফিরে পেয়ে
ছিল তার
স্বামীকে.....?

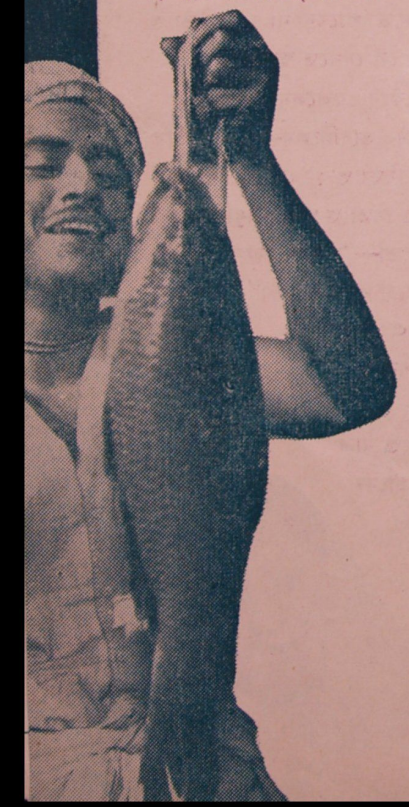

সঙ্গীত

(১)

কী খেলা খেলে যাও কে জানে হায় রে
ও, খেয়ালী নদী ময়ূরাক্ষী।
মনের গতি তোর বোঝা যে দায় রে ॥

বৈশাখে তোর শীর্ণধারা তবু মায়ের প্রাণ
বুকের পীযুষ ঢেলে, করে লক্ষ জীবন দান,
দু'পারে স্নেহ তোর ছড়িয়ে যায় রে !!

বরষা এলে সর্বনাশীর রূপে তুফান ওঠে
যৌবনেরই কামনাতে পাগল হয়ে ছোটে
অট্টহেসে পিশাচিনী দুকূল করে গ্রাস
জলনাগিনীর হাজার ফণায় ছড়ায় শুধু ত্রাস
মরণ নেশা তার রুধির চায় রে ।।

(২)

লাজুক লতা ও কনে বৌ
মনে মৌ জমিয়ে কি আর
যায় রাখা।
শরমের ঘোমটা দিয়ে
মরমের সাধটুকু কি
যায় ঢাকা।

মনের মত বর পেলি সই
রাঙ্গা ঠোঁটে হাসিটি কই
বঁধু না মধু পেলে
সোহাগের পরাগ কি আর
যায় মাখা ॥

ওগো চাঁদ গুন করে আজ।
চকোরীর ভাঙ্গাবে লাজ।
বলো না, মানিনী গো।
চিরকাল পিয়াসী কি
যায় থাকা ॥

* * *

(৩)

দুলালের গান :

কুল মজালি রাই।
গোকুলের কোন অকুলের কুলের টানে ॥
উঁচুতে তুই ছিলি ভালো।
টানলো নীচে চেকন কালো ॥
ওরে অবশ্যায়ে পড়লি রে ডুবু জলে।
ও পরাণ সখিরে ॥

* * * *

প্রেম নদীতে ফ্যালেছে জাল।
বুঢ়া বিধেতা ॥
কার হিয়ে যে আটক পড়ে।
কে জানে গো তা ॥
মরি হায় রে হায়—

* * * *

ওরে ও ললিতে।
শুন্যাছি মানায় ভালো ॥
খুসির আলো।
ঢল ঢল আঙ্গা বয়ানে ॥
রূপের ওই খবর শুধু পেলেম।
ও তার ঝিলিক লাগে কই নয়ানে ॥

* * * *

হায় নাগরি
জলকে নিয়ে যাসনে ও তোর
হিয়ের গাগরি।

* * * *

ভালোলাগে লাল পলাশে।
ঝরলে সোনার আলো।
আঙ্গা মুখে আগের ছটা।
তার চেয়ে যে ভালো।
মরি গো মরি মানায় যে আজ ভালো ॥

* * *

ছিঃ ছিঃ ছিঃ রাই কলঙ্কিনী।
বলবে ব্রেজোবাসী ॥
ঘরের মালা ফেলে যদি।
পরিস পরের ফাঁসি ॥

* * *

ও আমার আনচান আনচান করে রে পরাণ।
কোন কাঞ্চনকন্যা মারলো নয়ন বাণ ॥
ও রূপের ফান্দে পড়ে চাইলেম কেন ভালবাসিতে
হিয়ে চুরি হ'য়ে গেল যে তার চোরা হাসিতে।
বৈরী, যৈবন আমার রাখলো না রে মান ॥
মন পঙ্খী হইল বন্দী গো পিরিতের খাঁচাতে।
ভাবি, কোন সে সুজন পারে এখন আমায় বাঁচাতে
ও তার, বছর ঘোরে বারো মাসের তেরো ফাগুনে
আর, আমি তো হায় জ্বলে মলেম পোড়া আগুনে
বিধি, করলি না কেন আমারে পাষান ॥

(৪)

কেয়েলিয়া কুহু কুহু কেন গায়।
চুপি চুপি বলে চামেলী,
ওগো কেন এত ভালবাসে সে আমায়।
গা - মা - গা, মা - গা - রে
সা - নি - পা - রে - সা
পা - নি - সা - রে - সা -
নি - পা - মা - গা - পা
মা - গা - রে - সা
মরি মরি লাগে দোল মরমে
দুরু দুরু কাঁপে মন শরমে
বলি বলি করে কিছু বলা যে না যায়
কে তারে শুধায়।
ঝুরু ঝুরু দখিণার আবেশে
চেনা চেনা ফুলঝতু আনে সে।
খুসি খুসি চোখে দেখি
আরো কাছে চায়
কে যেন আমায় ॥

অন্যান্য চরিত্রে

চিত্রা মণ্ডল ॥ তমাল লাহিড়ী ॥ মমতাজ আহমেদ পার্থপ্রতিম চৌধুরী ॥ আরতী চক্রবর্তী ॥ সুনীতি দেবী ॥ সুকুমার কুমার ॥ সুশীল দাস ॥ সুধীর খান ॥ অসীম রায়চৌধুরী ॥ সুপ্রকাশ ব্যানার্জী মনীষা বর্মন ॥ মলি রায় ॥ শীলা চক্রবর্তী বনানী বিশ্বাস ॥ তমাল চক্রবর্তী ॥ প্রশান্ত দে কণক মৈত্র ॥ অনিল হালদার ॥ ননী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ॥ মনি গুপ্ত ॥ ধ্রুব পাল

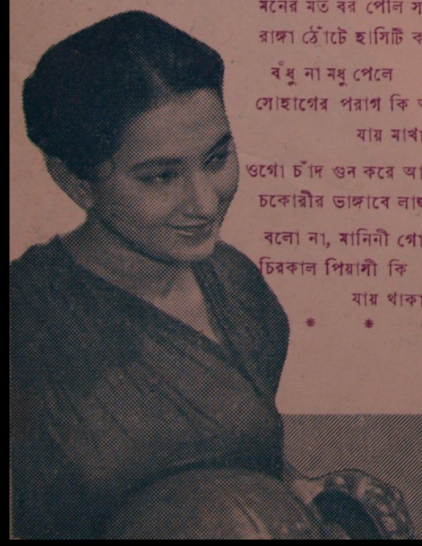

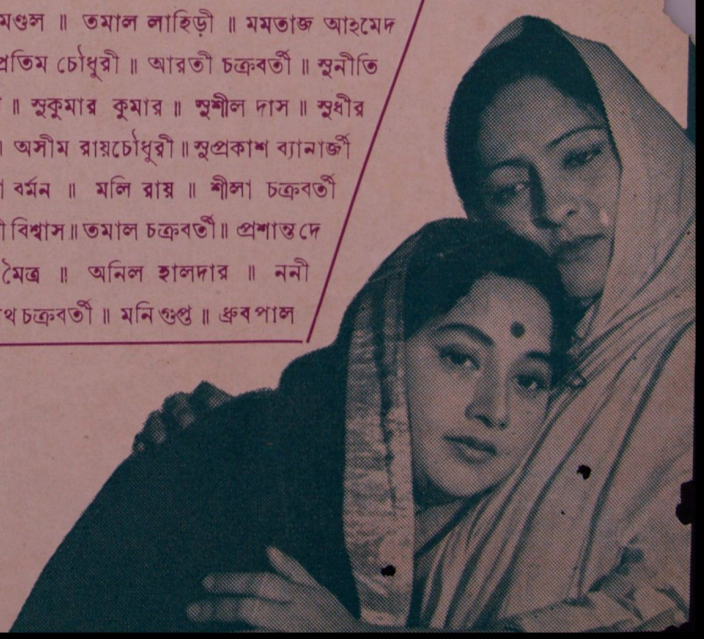

জনতা পরিবেশিত আগামী ৩টি ছবি !

বি.আই.প্রোডাকসন্স নিবেদিত

সাধনা
সুনীল দত্ত
মিনু মমতাজ
কানাইয়ালাল
আগা অভিনীত

মুন্সী প্রেমচাঁদের অমর কাহিনী

গাবন

পরিচালনা/ কিষণ চোপরা সঙ্গীত/ শঙ্কর জয়কিষণ

ললিত কলা মন্দিরের

সুমিত্রা দেবী
প্রদীপকুমার
অভি·আগা·প্রাণ
কুমারী নাজ
অসীমকুমার অভিনীত

মেরে আরমান মেরে স্বপ্নে

পরিচালনা/ অরবিন্দ সেন সঙ্গীত/ এস.দত্ত

দ্রুত প্রস্তুতির পথে

জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ এর

প্রোডাকসন নং ২

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত